এ সময় পাগল আসিল ফিরে ঘুরে।
নায়েরীর কথা রাই কহে পাগলেরে।।
পাগলের ঠাঁই রাই কহিতে লাগিল।
পাগল বলেন ইহা কেন জিজ্ঞাসিল।।
করিবেক মহোৎসব যদি থাকে ভাগ্যে।
বিশেষতঃ মহাপ্রভু দিয়াছেন আজ্ঞে।।'
অমনি চলিল দোঁহে গঙ্গাচর্ণা হ'তে।
ওড়াকান্দী মহোৎসব চৌধুরী বাটীতে।।
স্বয়ং মহাপ্রভু যান চৌধুরী আলয়।
নায়েরীর নিমন্ত্রণ পাগল জানায়।।
ঠাকুর বলেন সবে "যাও কলাতলা।
মহোৎসব করিবেক একটি অবলা।।
আমি করিয়াছি আজ্ঞা কেহ না থাকিও।
নায়েরীর মহোৎসবে সকলে যাইও।।
অধিবাস দিনে তথা গেলেন পাগল।
ক্রমে হরিবোলা চলে বলে হরিবোল।।'
মহোৎসব দিনে সব হইল উদয়।
সঙ্গেতে অনেক লোক চলে মৃত্যুঞ্জয়।।
বদন গোস্বামী যায় লইয়া মতুয়া।
পার হ'তে এসে ঘাটে নাহি পায় খেয়া।।
পঞ্চাশৎ রশি হ'বে নদীর বিস্তার।
সেই নদী মধ্যে কেহ দিতেছে সাঁতার।।
হরি বলি কেহ যায় ঝাঁপিয়া ওপার।
কেহ লম্ফ দিয়া পড়ে নদীর ভিতর।।
নদীর মধ্যেতে আছে শিকারী কুম্ভীর।
তার যন্ত্রনায় লোক অনেক অস্থির।।
ঘাটে বাঁশ গাড়ি' তা'তে বাতা লাগাইয়া।
খোয়ার বাঁধিল তা'তে 'প্রেক' লোহা দিয়া।।
মতুয়ারা তাহা দেখি ভয় নাহি করে।
হরি বলে ঝম্ফ দিয়া জল মধ্যে পড়ে।।
কেহ বলে 'সনাতনে করেছিলে পার।
হয় পার কর নহে করহ আহার।।'
শিকারী কুম্ভীর তথা মাঝে মাঝে ভাসে।
মতুয়ারা তাহা দেখি হরি বলে হাসে।।
এই মত মাতোয়ারা মনের আনন্দে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ডাকে হরিচাঁন্দে।।
পাগল আসিল পারে ওপারে বদন।
একখানি নৌকা পেয়ে উঠিল তখন।।
এ পার আসিয়া সব নামিবার কালে।
নৌকাখানি ডুবে যায় মধুমতী জলে।।
যার নৌকা সেই জন আসিয়া তথায়।
কাঁদিতে লাগিল ধরি পাগলের পায়।।
এমন সময় এক কুম্ভীর ভাসিল।
কুম্ভীরের সম্মুখেতে পাগল পড়িল।।
ঝাঁপদিয়া ডুবমারি পাগল সেখানে।
ডাক দিয়া বলে 'তোর নৌকা এইখানে।।
ভয়ে কেহ নাহি যায় নদীর কিনারে।
নৌকার 'গলুই' জাগে জলের উপরে।
গোঁসাই কহিছে তোর কিছু নাহি ডর
গলুই জেগেছে তুই আগু হ'য়ে ধর।।'
ধরিয়া লইল নৌকা সেঁচিল তখন।
তাহাতে হইল পার যত ভক্তগণ।।
নায়েরীর বাটী সব হ'ল উপস্থিত।
দৈবে ঘোর মেঘসজ্জা হৈল আচম্বিত।।
গোলোক পাগল দেখি কুপিল তখন।
মহোৎসবের বাদী ইন্দ্র হ'ল কি কারণ।।
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসে ডেকেছে ঘনে ঘন।
'এস মোরা করিব ইন্দ্রেরসহ রণ।।'
অন্বেষণ করে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের।
মৃত্যুঞ্জয় পাগলের ভাব পে'ল টের।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে, 'রাগে স্বধর্মের হানি।
'এস হে ঠাকুর খুড়া মোরা হার মানি।।'
মৃত্যুঞ্জয় বাক্য শুনি গোলোক পাগল।
মনোমধ্যে রাগ যত হ'য়ে গেল জল।।
বলিতে বলিতে মেঘ অমনি বর্ষিল।
দুই চারি ফোঁটা অল্প অল্প বৃষ্টি হ'ল।।